শ্রীরূপকে ঠাকুর হরিদাসের আলিঙ্গন ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা ।
হরিদাস-ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ২০৯ ॥

হরিদাসের শ্রীরূপ-সৌভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

হরিদাস কহে,—"তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ।
যে-সব বর্ণিলা, ইহার কে জানে মহিমা ?" ২১০ ॥

শ্রীরূপকর্ত্তৃক দৈন্যজ্ঞাপন, আপনাকে যন্ত্রিপ্রভুর যন্ত্র-জ্ঞান ঃ—

শ্রীরূপ কহেন,—"আমি কিছুই না জানি ।
যেই মহাপ্রভু কহান, সেই কহি বাণী ॥" ২১১ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোহহং বরাকরূপোহপি ।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ২১২ ॥

শ্রীরূপ ও হরিদাসের কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথারঙ্গে ।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস-সঙ্গে ॥ ২১৩ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়াগত ভক্তগণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

চারি মাস রহি' সব প্রভুর ভক্তগণ ।
গোসাঞি বিদায় দিলা, গৌড়ে করিলা গমন ॥ ২১৪ ॥

দোলযাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীরূপের প্রভুপদে অবস্থান ঃ—

শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাদ্রি রহিলা ।
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥ ২১৫ ॥

শ্রীরূপে প্রভুর শক্তিসঞ্চার ঃ—

দোলযাত্রা রহি' প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা ।
অনেক প্রসাদ করি' শক্তি সঞ্চারিলা ॥ ২১৬ ॥

বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক সনাতনকে পুরী-প্রেরণে আজ্ঞা ঃ—

"বৃন্দাবনে যাহ' তুমি, রহিহ বৃন্দাবনে ।
একবার ইঁহা পাঠাইহ সনাতনে ॥ ২১৭ ॥

বৃন্দাবনে চতুর্ব্বিধ সেবা-কার্য্যভার প্রদান—(১) ভক্তিরসশাস্ত্র-রচন, (২) লুপ্ততীর্থোদ্ধরণ, (৩) শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরে সেবা-সংস্থাপন ও (৪) অপ্রাকৃত-ভক্তি-রসপ্রচার ঃ—

ব্রজে যাই' রসশাস্ত্র করিহ নিরূপণ ।
লুপ্ত-তীর্থ সব তাঁহা করিহ প্রচারণ ॥ ২১৮ ॥
কৃষ্ণসেবা, রসভক্তি করিহ প্রচার ।
আমিহ দেখিতে তাহা যাইমু একবার ॥" ২১৯ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন, শ্রীরূপের প্রণাম ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁ'রে কৈলা আলিঙ্গন ।
রূপ-গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥ ২২০ ॥

গৌড়দেশ হইয়া শ্রীরূপের ব্রজে আগমন ঃ—

প্রভুর ভক্তগণ-পাশে বিদায় লইলা ।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবনে আইলা ॥ ২২১ ॥

প্রভু-রূপ-মিলন-সংবাদ-শ্রবণে অচৈতন্য জীবের চৈতন্যপদ-প্রাপ্তি ঃ—

এই ত' কহিলাঙ পুনঃ রূপের মিলন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥ ২২২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ শ্রীরূপ-সঙ্গোৎসবো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২১২। মধ্য, ১৯শ পঃ ১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৯। মহাপ্রভুর পুনরায় বৃন্দাবন-গমন শুনা যায় না।

ইতি অনুভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব যে-যে-স্থলে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ বলিতে গিয়া গ্রন্থকার নকুল ব্রহ্মচারীর কথা, নৃসিংহানন্দের মহিমা ও অন্যান্য ভক্তদিগের কথা লিখিয়াছেন। ভগবান্-আচার্য্যের প্রভুনিষ্ঠা-সত্ত্বেও শ্রীল স্বরূপ-দামোদর ভগবানের ভ্রাতা গোপাল-ভট্টাচার্য্যের মুখে মায়াবাদভাষ্য শুনিতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। তদনন্তর ছোট-হরিদাস ভগবান্-আচার্য্যের আজ্ঞামতে মাধবী দেবীর নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করায় প্রভু তাঁহাকে বৈরাগীর প্রকৃতি-সম্ভাষণ-দোষে (দ্বার-প্রবেশ নিষেধ করিয়া) বর্জ্জন করিলেন এবং বৈষ্ণবদিগের অনুরোধ-সত্ত্বেও তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন না। একবৎসর পরে ছোট-হরিদাস প্রয়াগ-ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরিয়া অপ্রাকৃতদেহে মহাপ্রভুকে গান শুনাইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আসিয়া সেই সংবাদ বলিলে স্বরূপাদি সকলে অবগত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ছয়রূপে বিলাসকারী সাবরণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর ও সেবারত প্রেষ্ঠালি-পরিবেষ্টিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণাম ঃ—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

তিনপ্রকারে প্রভুর জীবোদ্ধার ঃ—

সর্ব্বলোক উদ্ধারিতে গৌর-অবতার ।
নিস্তারের হেতু তা'র ত্রিবিধ প্রকার ॥ ৩ ॥

(১) সাক্ষাদ্-দর্শন, (২) যোগ্যজীবে আবেশ ও (৩) আবির্ভাব ঃ—

সাক্ষাৎ-দর্শন, আর যোগ্যভক্ত-জীবে ।
'আবেশ' করয়ে কাঁহা হঞা 'আবির্ভাবে' ॥ ৪ ॥

ত্রিবিধ প্রাকট্য-বর্ণন ঃ—

'সাক্ষাৎ-দর্শনে' প্রায় সব নিস্তারিলা ।
নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে 'আবিষ্ট' হইলা ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরের স্বভাব ঃ—

প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ আগে কৈলা 'আবির্ভাব' ।
'লোক নিস্তারিব',—এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৬ ॥

ত্রিবিধ প্রাকট্যের ফল-বর্ণন ; প্রভুর 'সাক্ষাদ্দর্শনের' ফল ঃ—

সাক্ষাৎ-দর্শনে সব জগৎ তারিলা ।
একবার যে দেখিলা, সে কৃতার্থ হইলা ॥ ৭ ॥
গৌড়-দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুরে মিলিয়া ॥ ৮ ॥
আর নানা-দেশের লোক দেখি' জগন্নাথ ।
চৈতন্য-চরণ দেখি' হইল কৃতার্থ ॥ ৯ ॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী ।
দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর—মনুষ্য-বেশে আসি' ॥ ১০ ॥
প্রভুরে দেখিয়া যায় 'বৈষ্ণব' হঞা ।
কৃষ্ণ বলি' নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১১ ॥

প্রভুর আবেশের হেতু, দেশ, কাল ও পাত্র-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ঃ—

এইমত দর্শনে ত্রিজগৎ নিস্তারি' ।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥ ১২ ॥
তা-সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে ।
যোগ্যভক্ত-জীবদেহে করেন 'আবেশে' ॥ ১৩ ॥

আবেশের ফল ঃ—

সেই জীবে নিজ ভক্তি করেন প্রকাশে ।
তাহার দর্শনে 'বৈষ্ণব' হয় সর্ব্বদেশে ॥ ১৪ ॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন ।
গৌড়ে যৈছে আবেশ, কহি' দিগ্‌দরশন ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। আমি শ্রীগুরুর পদকমল এবং গুরুসকল, বৈষ্ণবসকল, রূপগোস্বামী, সনাতনগোস্বামী, সগণ রঘুনাথ ও জীব, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু এবং পরিজনসহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, গণসহিত ললিতাবিশাখাদিযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

৩-৪। জীবকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া, কোন যোগ্যভক্ত-জীবে আবিষ্ট হইয়া এবং কোন ভক্তজীবে আবির্ভূত হইয়া জীব উদ্ধার করেন।

অনুভাষ্য

১। অহং শ্রীগুরোঃ (মন্ত্রদীক্ষাগুরোঃ ভজনশিক্ষাগুরোঃ বা) শ্রীযুতপদকমলং (শ্রীমচ্চরণসরোজং) শ্রীগুরূন্ (পরমপরাৎপর-প্রভৃতি-গুরুগণান্ শ্রীমদানন্দতীর্থ-শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী-প্রমুখ-গুরুবর্গান্) বৈষ্ণবান্ (চতুর্যুগোদ্ভূতান্ ভাগবতান্) চ, সাগ্রজাতং (অগ্রজেন শ্রীমতা গোস্বামিনা সনাতনেন সহ বর্ত্তমানং), সহ-গণরঘুনাথান্বিতং (স্বভক্তৈঃ সহ রূপানুগেন শ্রীরঘুনাথেন দাস-গোস্বামিনা চ সহ সহিতং) সজীবং (নিজানুকম্পিতেন রূপানুগেণ শ্রীজীবগোস্বামিনা সহ বিদ্যমানং) তং শ্রীরূপং, সাদ্বৈতং (অদ্বৈত-প্রভুসহিতং) সাবধূতং (নিত্যানন্দপ্রভুসমন্বিতং) পরিজনসহিতং (সাবরণ-পার্ষদং) কৃষ্ণচৈতন্যদেবং (মহাপ্রভুং) ; সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতান্ (গণেন সখিমঞ্জরীভিঃ সহ বর্ত্তমানাভ্যাং ললিতাবিশাখাভ্যাম্ অন্বিতান্ যুক্তান্) শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ চ বন্দে।

৫-৬। 'সাক্ষাৎ দর্শন' প্রদান করিয়া, নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে 'আবিষ্ট' হইয়া এবং প্রদ্যুম্ন বা নৃসিংহানন্দ-ব্রহ্মচারীর সম্মুখে 'আবির্ভূত' হইয়া মহাপ্রভু লোকসমূহ নিস্তার করিলেন। (১) শ্রীশচীর গৃহমন্দিরে, (২) শ্রীনিত্যানন্দের নর্ত্তনস্থলে, (৩) শ্রীবাসাঙ্গনে কীর্ত্তনস্থলে এবং (৪) শ্রীরাঘব-ভবনে,—এই চারিটী স্থানে মহাপ্রভু নিত্য 'আবির্ভাব' প্রকটিত করিতেন (৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

১০। সপ্তদ্বীপ—মধ্য ২০শ পঃ ২১৮ সংখ্যার অনুভাষ্য এবং ভাঃ ৫।১৬, ২০ অঃ দ্রষ্টব্য।

নবখণ্ড—সিদ্ধান্তশিরোমণিতে গোলাধ্যায়ে ভুবনকোশে "ঐন্দ্রং কশেরুসকলং কিল তাম্রপর্ণমন্যদ্গভস্তিমদতশ্চ কুমারিকাখ্যম্। নাগঞ্চ সৌম্যমিহ বারুণমন্ত্যখণ্ডং গান্ধর্ব্ব-সংজ্ঞমিতি ভারতবর্ষমধ্যে।।" (১) ঐন্দ্র, (২) কশেরু, (৩) তাম্রপর্ণ, (৪) গভস্তিমৎ, (৫) কুমারিকা, (৬) নাগ, (৭) সৌম্য, (৮) বারুণ ও (৯) গান্ধর্ব্ব।

'আবেশের' দৃষ্টান্ত—নকুল ব্রহ্মচারীতে প্রভুর 'আবেশ' ও তাঁহার অবস্থা-বর্ণন ঃ—

আম্বুয়া-মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম-বৈষ্ণব তেঁহো বড় অধিকারী ॥ ১৬ ॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু 'আবেশ' করিল ॥ ১৭ ॥
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে, কান্দে, নাচে গায় উন্মত্ত হঞা ॥ ১৮ ॥
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, স্বেদ, সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য, সঘন হুঙ্কার ॥ ১৯ ॥
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহাতে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মচারীর উপদেশ ঃ—

যা'রে দেখে তা'রে কহে,—'কহ কৃষ্ণনাম'।
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম ॥ ২১ ॥
চৈতন্যের আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি' শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥ ২২ ॥

শিবানন্দের সংশয় ও পরীক্ষণেচ্ছা ঃ—

পরীক্ষা করিতে তাঁর যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল ॥ ২৩ ॥

শিবানন্দের বিচার ও দূরে অবস্থান ঃ—

'আপনে বোলান মোরে, ইহা যদি জানি।
আমার ইষ্ট-মন্ত্র জানি' কহেন আপনি ॥ ২৪ ॥
তবে জানি, ইঁহাতে হয় চৈতন্য-আবেশে।'
এত চিন্তি' শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে ॥ ২৫ ॥
অসংখ্য লোকের ঘটা,—কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায় ॥ ২৬ ॥

শিবানন্দকে সমীপে আনয়নার্থ লোকপ্রেরণ ঃ—

ব্রহ্মচারী কহে,—"শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই-চারি যাহ, বোলাহ তাহারে ॥" ২৭ ॥
চারিদিকে ধায় লোকে 'শিবানন্দ' বলি'।
"শিবানন্দ কোন্, তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী ॥" ২৮ ॥

শিবানন্দের সত্বর আগমন ঃ—

শুনি' শিবানন্দ সেন তাঁহা শীঘ্র আইল।
নমস্কার করি' তাঁর নিকটে বসিল ॥ ২৯ ॥

শিবানন্দের সন্দেহ-ভঞ্জন ঃ—

ব্রহ্মচারী বলে,—"তুমি করিলা সংশয়।
এক মনা হঞা তাহা শুনহ নিশ্চয় ॥ ৩০ ॥
'গৌরগোপাল-মন্ত্র' তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড়, যেই করিয়াছ অন্তর ॥" ৩১ ॥

শিবানন্দের প্রত্যয় ঃ—

তবে শিবানন্দের মনে প্রতীতি হইল।
অনেক সম্মান করি' বহু ভক্তি কৈল ॥ ৩২ ॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় 'আবির্ভাব' ॥ ৩৩ ॥

প্রেমাকৃষ্ট প্রভুর 'নিত্য-আবির্ভাবের' স্থানচতুষ্টয় ঃ—

শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে ॥ ৩৪ ॥
এই চারি ঠাঞি, প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমাবিষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ স্বভাব ॥ ৩৫ ॥

কদাচিৎ 'আবির্ভাবের' দৃষ্টান্ত ; প্রদ্যুম্ন বা নৃসিংহ ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিলা, তাহা শুন মন দিয়া ॥ ৩৬ ॥

শ্রীকান্তসেনের কথা ; প্রভুদর্শনার্থ তাঁহার একাকী শ্রীক্ষেত্রে গমন ঃ—

শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত-সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তেঁহো বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৭ ॥
এক বৎসর তেঁহো প্রথম একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর ॥ ৩৮ ॥

তৎপ্রতি প্রভুর কৃপা ও আদেশ ঃ—

মহাপ্রভু তা'রে দেখি' বড় কৃপা কৈলা।
মাস-দুই তেঁহো প্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬। আম্বুয়া-মুলুক—সে-সময় মুলুক বিভাগ করিয়া এক-এক-স্থানে যবন-রাজদিগের তহশীল-কাছারি ছিল ; 'অম্বিকা' (বর্দ্ধমান জেলার কালনা-নগরের সংলগ্ন পল্লীবিশেষ)-নামক স্থানে একটী মুলুক ছিল। সে অধিকারে যে স্থানটী এখন 'প্যারী-গঞ্জ' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেইস্থলে নকুল ব্রহ্মচারী থাকিতেন।

৩১। গৌরগোপালমন্ত্র—গৌরবাদিগণ 'গৌরাঙ্গ'-নামে চতুরক্ষর-গৌরমন্ত্রকে উদ্দেশ করেন ; কেবল-কৃষ্ণবাদিগণ এই 'গৌরগোপালমন্ত্র'-শব্দে রাধাকৃষ্ণের চতুরক্ষর-মন্ত্রকে উদ্দেশ করেন।

অনুভাষ্য

২০। সর্ব্বগৌড়দেশ—সকল গৌড়দেশবাসী (গৌড়ীয়গণ)।

২১। প্রেমোদ্দাম—প্রেমপ্রমত্ত।

৩১। অন্তর—মনে।

গৌড়ীয় ভক্তগণকে পুরী আসিতে নিষেধাজ্ঞা ঃ—

তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা কৈলা গৌড়ে যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিলা ইহাঁকে আসিতে ॥ ৪০ ॥

পৌষমাসে স্বয়ং গৌড়ে যাইবার অঙ্গীকার ঃ—

"এ-বৎসর তাঁহা আমি যাইমু আপনে।
তাঁহাই মিলিমু সব অদ্বৈতাদি সনে ॥ ৪১ ॥
শিবানন্দে কহিহ,—আমি এই পৌষমাসে।
আচম্বিতে অবশ্য আমি যাইব তাঁ'র পাশে ॥ ৪২ ॥
জগদানন্দ হয় তাঁহা, তেঁহো ভিক্ষা দিবে।
সবারে কহিহ,—এ বৎসর কেহ না আসিবে ॥" ৪৩ ॥

গৌড়ে আসিয়া শ্রীকান্তের প্রভু-আজ্ঞা-জ্ঞাপন, ভক্তগণের সানন্দে গৌড়ে অবস্থান ঃ—

শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি' ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল ॥ ৪৪ ॥

শিবানন্দ ও জগদানন্দের প্রত্যহ প্রভু-প্রতীক্ষা ঃ—

চলিতেছিলা আচার্য্য, রহিলা স্থির হঞা।
শিবানন্দ, জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥ ৪৫ ॥
পৌষমাসে আইল দুঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া ॥ ৪৬ ॥

প্রভুর আগমনাভাবে উভয়ের দুঃখ ঃ—

এইমত মাস গেল, গোসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ, শিবানন্দ দুঃখিত হইলা ॥ ৪৭ ॥

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর আগমন ও দুঃখকারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা।
দুঁহে তাঁ'রে মিলি' তবে স্থানে বসাইলা ॥ ৪৮ ॥
দুঁহে দুঃখী ভাবে দেখি' কহে নৃসিংহানন্দ।
"তোমা দুঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ ??" ৪৯ ॥

শিবানন্দের সর্ব্ববৃত্তান্ত-জ্ঞাপন ঃ—

তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা।
"আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেনে না আইলা ॥" ৫০ ॥

প্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক আশ্বাস বা প্রবোধ-দান ঃ—

শুনি' ব্রহ্মচারী কহে,—"করহ সন্তোষে।
আমি ত' আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে ॥" ৫১ ॥

শিবানন্দ ও জগদানন্দ, উভয়ের বিশ্বাস ঃ—

তাঁহার প্রভাব-প্রেম জানে দুইজনে।
আনিবে প্রভুরে এবে নিশ্চয় কৈলা মনে ॥ ৫২ ॥

'নৃসিংহানন্দ'-নাম প্রাপ্তির কারণ ঃ—

'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী'—তাঁ'র নিজ-নাম।
'নৃসিংহানন্দ'-নাম তাঁ'র কৈলা গৌরধাম ॥ ৫৩ ॥

প্রভুকে প্রকটিত করিতে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর প্রতিজ্ঞা ও ভোগরন্ধনোদ্‌যোগ ঃ—

দুইদিন ধ্যান করি' শিবানন্দেরে কহিল।
"পাণিহাটি-গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥ ৫৪ ॥
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহো আসিবেন তোমার ঘরে।
পাক-সামগ্রী আনহ, আমি ভিক্ষা দিমু তাঁ'রে ॥ ৫৫ ॥
তবে তাঁ'রে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিলাঙ, কিছু সন্দেহ না কর ॥ ৫৬ ॥
যে চাহিয়ে, তাহা কর হঞা তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক, শুন অতঃপর ॥ ৫৭ ॥
পাক-সামগ্রী আনহ, আমি যাহা চাই।"
যে মাগিল, শিবানন্দ আনি' দিলা তাই ॥ ৫৮ ॥

প্রদ্যুম্নের রন্ধন এবং প্রভু, জগন্নাথ ও স্বেষ্টদেব নৃসিংহ, প্রত্যেকের জন্য তিনটী পৃথক্ নৈবেদ্য-ভোগসজ্জা ঃ—

প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিলা অপার।
নানা সূপ, ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর-উপহার ॥ ৫৯ ॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িল।
চৈতন্যপ্রভুর লাগি' আর ভোগ কৈল ॥ ৬০ ॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি' পৃথক্ বাড়িল।
তিনজনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল ॥ ৬১ ॥

ব্রহ্মচারীর ধ্যানে 'আবির্ভূত' প্রভুর নৈবেদ্যত্রয়-ভক্ষণ ঃ—

দেখে, শীঘ্র আসি' বসিলা চৈতন্য-গোসাঞি।
তিন ভোগ খাইলা, কিছু অবশিষ্ট নাই ॥ ৬২ ॥

তদ্দর্শনে প্রদ্যুম্নের অন্তরে আনন্দ, বাহ্যে দুঃখাভাস ঃ—

আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন, পড়ে অশ্রুধার।
"হাহা কিবা কর" বলি' করয়ে ফুৎকার ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। সন্দেশ—সংবাদ।

অনুভাষ্য

৩৮। একেশ্বর—একক, ভৃত্যরহিত।

৪০। ইহাঁকে—এইস্থানে, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে।

৪১। তাঁহা—গৌড়ে।

৪৪। সন্দেশ—আগামী পৌষমাসে প্রভুর গৌড়ে আগমন-বার্ত্তা।

৪৫। আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু।

প্রভুর প্রতি প্রদ্যুম্নের অনুযোগ ; স্বীয় ইষ্টদেব-নৃসিংহে নিষ্ঠা ঃ—

"জগন্নাথে-তোমায় ঐক্য, খাও তাঁ'র ভোগ ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ ॥ ৬৪ ॥
নৃসিংহের জানি হৈল আজি উপবাস ।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জিয়ে কৈছে দাস ?" ৬৫ ॥
ভোজন দেখি' যদ্যপি তাঁ'র হৃদয়ে উল্লাস ।
নৃসিংহ লক্ষ্য করি' বাহ্যে কিছু করে দুঃখাভাস ॥ ৬৬ ॥

ভোগত্রয়ান্ন-ভোজন-লীলাদ্বারা প্রভুর প্রদ্যুম্নকে সর্ব্ব-বিষ্ণুতত্ত্বসহ স্বীয় অভেদ বা ঐক্য-প্রদর্শন ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি ।
জগন্নাথ-নৃসিংহ-সহ কিছু ভেদ নাই ॥ ৬৭ ॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈল মন ।
তাহা দেখাইলা প্রভু করিয়া ভোজন ॥ ৬৮ ॥

ভোজনান্তে প্রভুর পাণিহাটিস্থ রাঘব-ভবনে নিত্যাবস্থান-নিমিত্ত গমন ঃ—

ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পাণিহাটি ।
সন্তোষ পাইলা দেখি' ব্যঞ্জন-পরিপাটী ॥ ৬৯ ॥

শিবানন্দকর্ত্তৃক ব্রহ্মচারীর দুঃখিত-ভাবের কারণ-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মচারীর সর্ব্ববৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শিবানন্দ কহে,—"কেনে করহ ফুৎকার ?"
ব্রহ্মচারী কহে,—"দেখ, প্রভুর ব্যবহার ॥ ৭০ ॥
তিনজনার ভোগ তেঁহো একেলা খাইলা ।
জগন্নাথ-নৃসিংহ উপবাসী হইলা ॥" ৭১ ॥

শিবানন্দের সন্দেহ ঃ—

শুনি শিবানন্দের চিত্তে হইল সংশয় ।
কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয় ॥ ৭২ ॥

শিবানন্দকে শ্রীনৃসিংহ-ভোগোদ্‌যোগার্থ আদেশ ঃ—

তবে শিবানন্দে কিছু কহে ব্রহ্মচারী ।
"সামগ্রী আনহ নৃসিংহের, পুনঃ পাক করি ॥ ৭৩ ॥

নৃসিংহকে পুনঃ ভোগসমর্পণ ঃ—

তবে শিবানন্দ ভোগ-সামগ্রী আনিলা ।
পাক করি' নৃসিংহের ভোগ লাগাইলা ॥ ৭৪ ॥

পরবর্ত্তী বর্ষায় গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরী-গমন ঃ—

বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ ।
নীলাচলে দেখে যাঞা প্রভুর চরণ ॥ ৭৫ ॥

একদিন প্রভুকর্ত্তৃক নৃসিংহানন্দের পূর্ব্বোক্ত ভোজন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা ।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা ॥ ৭৬ ॥
"গতবর্ষ পৌষে মোরে করাইলা ভোজন ।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন ॥" ৭৭ ॥

প্রভুবাক্যে শিবানন্দের পূর্ব্ব-সন্দেহ-ভঞ্জন ঃ—

শুনি' সভ্যগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল ।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল ॥ ৭৮ ॥

স্থানচতুষ্টয়ে প্রভুর 'নিত্যাবির্ভাব' ঃ—

এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন ।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন-দর্শন ॥ ৭৯ ॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি' বারে বারে ।
'নিরন্তর আবির্ভাব' রাঘবের ঘরে ॥ ৮০ ॥

ভক্তপ্রেমবশ গৌরসুন্দর ঃ—

প্রেমবশ গৌরপ্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম ।
প্রেমবশ হঞা তাহা দেন দরশন ॥ ৮১ ॥

শিবানন্দের অনির্ব্বচনীয় গৌরপ্রেম ঃ—

শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে ?
যাঁ'র প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে ॥ ৮২ ॥

গৌরাবির্ভাব-শ্রবণে কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমাবগতি ঃ—

এই ত' কহিলু গৌরের 'আবির্ভাব' ।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্য-প্রভাব ॥ ৮৩ ॥

অপরপ্রসঙ্গ বর্ণন ; ভগবান্ আচার্য্যের বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

পুরুষোত্তমে প্রভু-পাশে ভগবান্ আচার্য্য ।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য ॥ ৮৪ ॥
সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত, গোপ-অবতার ।
স্বরূপ-গোসাঞি-সহ সখ্য-ব্যবহার ॥ ৮৫ ॥

মধ্যে মধ্যে গৃহে রন্ধন করিয়া একাকী প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

একান্তভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্যচরণ ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহো করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৮৬ ॥
ঘরে ভাত করি' করেন বিবিধ ব্যঞ্জন ।
একলে গোসাঞি লঞা করান ভোজন ॥ ৮৭ ॥

ভগবান্ আচার্য্য এবং তৎপিতা ও অনুজের চরিত্র ঃ—

তাঁর পিতা 'বিষয়ী' বড় শতানন্দ-খাঁন ।
'বিষয়বিমুখ' আচার্য্য—'বৈরাগ্যপ্রধান' ॥ ৮৮ ॥

অনুভাষ্য

৪৭। গোসাঞি—মহাপ্রভু।

৭৬। বাত চালাইলা—প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

৮৪। ভগবান্ আচার্য্য—আদি ১০ম পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৭। ঘরে ভাত করি'—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদদ্রব্য আনাইয়া তদ্দ্বারা পরিবারবর্গ, ভিক্ষুক বা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের তৃপ্তি-বিধানের পরিবর্ত্তে গৃহে ভোজন করাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে

'গোপাল-ভট্টাচার্য্য' নাম, তাঁর ছোট ভাই ।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি' গেলা আচার্য্য ঠাঞি ॥ ৮৯ ॥
আচার্য্য তাহারে প্রভুপদে মিলাইলা ।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা ॥ ৯০ ॥

শুদ্ধকৃষ্ণভজনেই গৌরপ্রীতি, অভক্তের ভক্তিবিরোধিনী বিদ্ধা-চেষ্টায় তাঁহার অনাদর ঃ—

আচার্য্য-সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস ॥ ৯১ ॥

একদিন কনিষ্ঠের মুখে স্বরূপকে শাঙ্কর-মায়াবাদ-ভাষ্য-শ্রবণে আচার্য্যের অনুরোধ ঃ—

স্বরূপেরে আচার্য্য কহে আর দিনে ।
"বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে ॥ ৯২ ॥
সবে মেলি' আইস, শুনি 'ভাষ্য' ইহার স্থানে ।"
প্রেম-ক্রোধ করি' স্বরূপ বলয় বচনে ॥ ৯৩ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ভর্ৎসনা ঃ—

"বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে ।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ ৯৪ ॥

নিখিল বৈষ্ণব-গুরু শ্রীদামোদর-স্বরূপকর্ত্তৃক মায়াবাদ-দোষ-বর্ণন ও গর্হণ ; শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যের প্রতি শুদ্ধবিষ্ণুভজনেচ্ছুর ব্যবহার-বিধি ঃ—

বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে ।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে ॥৯৫॥

মায়াবাদ-বিষের তীব্রতা বর্ণন ও শ্রবণে পতনাশঙ্কা ঃ—

মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর ।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর ॥" ৯৬ ॥

আচার্য্যের স্বীয় কৃষ্ণনিষ্ঠা-শ্লাঘা ঃ—

আচার্য্য কহে,—" আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ-চিত্তে ।
আমা-সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে ॥" ৯৭ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক শুদ্ধভক্তের হৃদয়বিদারক মায়াবাদের অর্থনিরূপণ ঃ—

স্বরূপ কহে,—"তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে ।
'চিৎ, ব্রহ্ম, মায়া, মিথ্যা'—এইমাত্র শুনে ॥ ৯৮ ॥
জীবজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-প্রাণ ॥" ৯৯ ॥

আচার্য্যের স্বরূপ-বাক্যার্থোপলব্ধি এবং অনুজকে স্বগ্রামে প্রেরণ ঃ—

লজ্জা-ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন হইলা ।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা ॥ ১০০ ॥

অন্য একদিন ছোট-হরিদাসকে প্রভুর ভোজনার্থ মাধবীদেবীর নিকট তণ্ডুল আনয়নে প্রেরণ ঃ—

একদিন আচার্য্য প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ ।
ঘরে ভাত করি' করে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০১ ॥
'ছোট হরিদাস' নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া ।
তাহারে কহেন ডাকি' আপনে আনিয়া ॥ ১০২ ॥
"মোর নামে শিখি-মাহিতির ভগিনী-স্থানে গিয়া ।
শুক্লচাউল এক মান আনহ মাগিয়া ॥" ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। শারীরক-ভাষ্য—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্য।

৯৬। যাঁহার প্রাণধন—কৃষ্ণ, এমন যে মহাভাগবত, তিনিও যদি মায়াবাদপূর্ণ শারীরকভাষ্য শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারও চিত্ত অবনত হইয়া ভক্তিচ্যুত হয়।

৯৮-৯৯। যদিও তোমাদের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শাঙ্কর-ভাষ্যাদি শুনিয়া বিকৃত হয় না, তথাপি সেই মায়াবাদে, 'ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার' ; 'এই জগৎ—মায়ামাত্র বা মিথ্যা' ; 'জীব বস্তুতঃ নাই,—কেবল অজ্ঞান-কল্পিত' এবং 'ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান' ইত্যাদি বিচার আছে। এইসকল কথা শুনিলে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয়।

অনুভাষ্য

অন্নাদি-রন্ধন অর্থাৎ আমদ্রব্যাদি পাক করাকে 'ঘরভাত' বলে। উৎকলদেশে 'আমানী' এবং 'প্রসাদী'-শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয় ; শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশে পক্ক নৈবেদ্য-ভোগ সমর্পিত হইলে তাহা 'প্রসাদ' এবং আমদ্রব্য রন্ধন করিলে তাহা 'আমানী' অর্থাৎ জগন্নাথদেবের 'উচ্ছিষ্ট নহে' বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৮৯। বেদান্ত—এস্থলে বেদান্ত বা শারীরক-সূত্রের শঙ্করাচার্য্য-কৃত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপর ভাষ্য। আচার্য্য—জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভগবান্ আচার্য্য।

৯৫। কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্কর কল্পনাশ্রয়ে শারীরক-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে 'মায়াবাদ' বা 'বিদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন ; কিন্তু ব্রহ্ম সূত্রের শ্রীসম্প্রদায়ী শ্রীরামানুজ-কৃত শ্রীভাষ্যে 'বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ', ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী শ্রীমধ্ব-কৃত পূর্ণপ্রজ্ঞ-ভাষ্যে 'শুদ্ধদ্বৈতবাদ', চতুঃসন-সম্প্রদায়ী শ্রীনিম্বার্ক-কৃত পারিজাত-সৌরভ-ভাষ্যে 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' এবং রুদ্রসম্প্রদায়ী শ্রীবিষ্ণুস্বামি-কৃত সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' বেদান্ত-তাৎপর্য্য বলিয়া কথিত হওয়ায় এবং উহাদিগের মধ্যে সেব্যসেবকভাব বিদ্যমান থাকায় ঐগুলি—ভগবদ্‌বিষ্ণু-ভক্তগণের পাঠ্য এবং তত্তন্নিহিত তত্ত্বসমূহ—সৎ-সম্প্রদায়ের অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের মধ্যে চির-সমাদৃত। আদি ৭ম পঃ ১০১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্ত-ব্যাখ্যায় বিদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-মত-স্থাপনের নিমিত্ত প্রয়াস করায়, উহা—নিতান্ত শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ কুমতবাদমাত্র।

মহাভাগবত মাধবীদেবীর পরিচয় ঃ—

মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধবী দেবী ।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥ ১০৪ ॥

সমগ্র প্রভুভক্তগণের মধ্যে কেবল ৩॥০ জন শ্রীমতীর গণ ঃ—

প্রভু লেখা করে যারে—'রাধিকার গণ' ।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিনজন ॥ ১০৫ ॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায়-রামানন্দ ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজন ॥ ১০৬ ॥

মাধবীর নিকট হইতে হরিদাসের সূক্ষ্ম-তণ্ডুলানয়ন ও আচার্য্যের রন্ধন ঃ—

তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি' আনিল হরিদাস ।
তণ্ডুল দেখি' আচার্য্যের অধিক উল্লাস ॥ ১০৭ ॥
স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন ।
দেউল-প্রসাদ, আদা-চাকি, লেম্বু-সলবণ ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর ভোজন ও সূক্ষ্ম তণ্ডুলপ্রাপ্তির কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা ।
শাল্যন্ন দেখি' প্রভু আচার্য্যে পুছিলা ॥ ১০৯ ॥
"উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা ?"
আচার্য্য কহে,—মাধবী-পাশ মাগিয়া আনিলা ॥ ১১০ ॥

আচার্য্যের মাধবী ও ছোট-হরিদাসের নাম-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"কোন্ যাই' মাগিয়া আনিল ?"
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল ॥ ১১১ ॥

ভোজনান্তে প্রভুর গোবিন্দকে ছোট-হরিদাসের স্বগৃহে প্রবেশ-নিষেধাজ্ঞা ঃ—

অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা ।
নিজগৃহে আসি' গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১১২ ॥
"আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা ।
ছোট হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা ॥" ১১৩ ॥

হরিদাসের গভীর দুঃখ ও উপবাস ঃ—

দ্বার-মানা, হরিদাস দুঃখী হৈল মনে ।
কি লাগিয়া দ্বার-মানা কেহ নাহি জানে ॥ ১১৪ ॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস ।
স্বরূপাদি সবে পুছিলা প্রভুর পাশ ॥ ১১৫ ॥

প্রভুসমীপে স্বরূপাদির শ্রীহরিদাসের দ্বার-মানার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

"কোন্ অপরাধ প্রভু, কৈল হরিদাস ?
কি লাগিয়া দ্বার-মানা, করে উপবাস ?" ১১৬ ॥

প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর প্রতি মহাপ্রভুর অসন্তোষ ঃ—

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥ ১১৭ ॥

জড়েন্দ্রিয়ের ভোগপ্রবণ-স্বভাব ও যোষিদ্দর্শনের বিষময় ফল ঃ—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ ১১৮ ॥

অগ্নি ও ঘৃতের ন্যায় পুরুষাভিমানীর স্ত্রীসঙ্গ-নিষিদ্ধতা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।১৯।১৭) ও মনুসংহিতায় (২।২১৫)—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ১১৯ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়তুষ্টিবিধান ছাড়িলেই অনধিকারী বৈরাগিব্রুবের পুরুষাভিমানে প্রকৃতিভোগ এবং বাহ্য-বেষাশ্রয়ে কৃত্রিম অস্থির বৈরাগ্যহেতু জিহ্বোদরোপস্থ-লাম্পট্য ঃ—

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া ।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া ॥" ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৯। শাল্যন্ন—শুক্ল সরুচাউল।

১১৭। বৈষ্ণব, হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রীপরিবারের সহিত থাকিবেন, নতুবা স্ত্রী-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া 'বৈরাগী' হইবেন। বৈরাগী হইলে আর স্ত্রীলোককে দর্শন বা সম্ভাষণ করিবার অধিকার থাকে না। পাপবাসনা না থাকিলেও অথবা বাহ্যে কোন ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ্য করিলেও সেইরূপ বৈরাগীর কর্ত্তব্য নহে। অতএব বৈরাগী হইয়া যে ব্যক্তি প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, ধর্ম্মোচ্ছেদী বলিয়া তাহার মুখ আমি দেখিতে পারি না।

১১৮। দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন—কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীও মুনির মন হরণ করিতে পারে, অতএব বৈরাগী ব্যক্তি নারীর সম্বন্ধ অবশ্যই ত্যাগ করিবেন।

১১৯। মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখনও থাকিবে না ; কেননা, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্-পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

অনুভাষ্য

৯৮-৯৯। আদি, ৫ম পঃ ৫৮ সংখ্যা এবং ৭ম পঃ ১১৩ এবং ১২১-১২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৩। পাঠান্তরে, 'আড়োয়া চাউল'—'অরোয়া'-নামক আতপ চাউল ; মান—উৎকলে প্রচলিত শস্যমাপের কাঠা।

১০৮। দেউল-প্রসাদ—দেবালয়ের প্রসাদ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-মন্দির হইতে আনীত মহাপ্রসাদ।

১১৭। 'সরলতা'—বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ এবং 'কপটতা' —ভক্তির বিরোধী উপশাখা-বিশেষ। কৃষ্ণাসক্তিক্রমে কৃষ্ণেতর-বস্তুতে বিরক্ত হইয়া ভক্ত জড়-ভোগময়-দর্শনোত্থ বিষয়সমূহ ত্যাগ করেন ; কিন্তু লোকদৃষ্টিতে তাঁহার সেইরূপ আসক্তি

প্রভুর ক্রোধাবেশে স্থানত্যাগ, সকলেরই মৌনাবলম্বন ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞিির আবেশ দেখি' সবে মৌন হৈলা ॥ ১২১ ॥

হরিদাসের নিমিত্ত অন্যদিন ভক্তগণের প্রভুসমীপে আবেদন ঃ—

আর দিনে সবে মেলি' প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি' কিছু কৈলা নিবেদনে ॥ ১২২ ॥
"অল্প অপরাধ, প্রভু, করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ ॥" ১২৩ ॥

জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর নিরপেক্ষতা ও বজ্রাদপি কঠোরতা ঃ—

প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥ ১২৪ ॥

প্রভুর তীব্র শাসন ঃ—

নিজ কার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ, আমা না দেখিবে হেথা ॥" ১২৫ ॥

প্রভুবাক্য-শ্রবণে সকলের ত্রাস ও লজ্জা ঃ—

এত শুনি' সবে নিজ-কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ-নিজ কার্য্যে সবে গেল ত' উঠিয়া ॥ ১২৬ ॥

দুর্ব্বোধ্য প্রভুলীলার তাৎপর্য্য ঃ—

মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি' গেলা।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥ ১২৭ ॥

হরিদাসের নিমিত্ত পরমানন্দপুরী-গোস্বামীর প্রভুসমীপে আবেদন ঃ—

আর দিন সবে পরমানন্দপুরী-স্থানে।
'প্রভুকে প্রসন্ন কর'—কৈলা নিবেদনে ॥ ১২৮ ॥
তবে পুরী-গোসাঞি একা প্রভুস্থানে আইলা।
নমস্করি' প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥ ১২৯ ॥
পুছিলা,—"কি আজ্ঞা, কেনে হৈল আগমন?"
হরিদাসে প্রসাদ লাগি' কৈলা নিবেদন ॥ ১৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। সাধনভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাবোদয় হইলে যে-পুরুষের বিরক্তি জন্মে, তাঁহারই বৈরাগ্যে অধিকার। সেই অবস্থা লাভ হইবার পূর্ব্বে যাহারা 'ভেক' গ্রহণ করে, তাহাদের বৈরাগ্যের নামই 'মর্কটবৈরাগ্য'। অনধিকারী জীব-সকল কোন না কোন কারণে অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া তদনন্তর ইন্দ্রিয়চালিত হইয়া, প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সম্ভাষণ করিতে যায়। ইহাদিগকে ধর্ম্মধ্বজী বা ধর্ম্মকলঙ্ক জানিয়া অবশ্য দূর করিবে।

১২৩। অল্প অপরাধ—মাধবীর নিকট অন্ন ভিক্ষা করায় ছোট হরিদাসের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল মহাপ্রভুর সেবাসুখ-বাসনা ছিল; তথাপি সেই কার্য্যে একটী অপরাধ হইয়াছিল। ভেক লইয়া পুনরায় স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করা যে একটী অপরাধ, তাহা বৈরাগীর পক্ষে মহদপরাধ বটে, কিন্তু প্রভু-সেবার জন্য সেইরূপ অপরাধকে 'সামান্য' বলিলেও বলা যায়।

অনুভাষ্য

প্রতিপন্ন হইয়া কপটতা প্রকাশ পাইলে লোকে তাঁহার ব্যবহারে শ্রদ্ধা করিতে পারে না।

১১৮। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এই পঞ্চবিষয়-গ্রহণই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌রূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্বভাব। বদ্ধজীবগণের কেহ কেহ আপনাকে ইন্দ্রিয়-দমনে সমর্থ বোধ করিলেও বহির্ম্মুখতাক্রমে তাহার পক্ষে ইন্দ্রিয়-গুলি—দুর্দ্দমনীয়। ভোগময় দর্শনে বিষয়ের উপস্থিতিহেতু প্রাকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন মানব মুনিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও দারুময়ী নারীমূর্ত্তি-দর্শনে ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়।

অনুভাষ্য

১১৯। মহারাজ যযাতি কাম-পরবশ ও স্ত্রীজিত হইয়া গ্রাম্য বিষয়সমূহ ভোগ করিতে করিতে স্বীয় সর্ব্বনাশ বুঝিতে পারিয়া অবশেষে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া পত্নী দেবযানীকে নিজের চরিত্র ও ব্যবহার বর্ণনপূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা করিতেছেন,—

মাত্রা (জনন্যা) স্বস্রা (ভগিন্যা) দুহিত্রা (কন্যয়া বা সহ) অবিবিক্তাসনঃ (অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণম্ আসনং যস্য সঃ তথাভূতঃ) ন বসেৎ (ভবেৎ ইতি পাঠান্তরম্; যতঃ) বলবান্ (প্রচুরবল-বিশিষ্টঃ) ইন্দ্রিয়গ্রামঃ (ইন্দ্রিয়সমূহঃ) বিদ্বাংসং (বন্ধমোক্ষবিৎ-পুরুষম্) অপি কর্ষতি (আকর্ষতি, বন্ধায় নিয়োজয়তি)।

১২০। মর্কট—সৌত্র মর্ক (গত্যর্থক) + অটন্ কর্ত্তৃবাচ্যে,—চঞ্চল, অস্থির; ইন্দ্রিয় চরাঞা—ইন্দ্রিয় চালিত করিয়া; বুলে—ভ্রমণ করে। বাহ্য বৈরাগ্য দেখাইয়া যাহারা লোকের নিকট সম্মান সংগ্রহ করে এবং বিষয়-ভোগবাসনা-নির্ম্মুক্ত-হৃদয় হইতে না পারিয়া স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক আপনাকে 'পুরুষ' জানিয়া অষ্টপ্রকার স্ত্রীসংসর্গের বাসনা করে, তাদৃশ প্রাকৃত-সহজিয়া জীব কখনই 'মহৎ'-শব্দ বাচ্য নহে। বিবিৎসা-বা ধীর-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে প্রকৃতি-সম্ভাষণরূপ অপরাধ—তাহাদের নিজের বিশেষ অমঙ্গলের হেতু, কিন্তু শ্রীরামানন্দপ্রমুখ 'বিদ্বৎ' বা 'নরোত্তম'-সন্ন্যাসী পরমহংসগণকে কোন অক্ষজজ্ঞানী নিজ দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকৃতি-সম্ভাষী বলিয়া মনে করিলে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

১২১। আবেশ—ক্রোধাবেশ।

মহাগম্ভীর প্রভুর অসন্তুষ্টচিত্তে গোবিন্দসহ পুরীত্যাগ করিয়া আলালনাথে গমন-ভয় প্রদর্শন ঃ—

শুনিয়া কহেন প্রভু,—"শুনহ, গোসাঞি। সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি ॥ ১৩১ ॥

মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ। একলে রহিব তাঁহা, গোবিন্দ-মাত্র সাথ ॥" ১৩২ ॥

এত বলি' প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা। পুরীরে নমস্কার করি' উঠিয়া চলিলা ॥ ১৩৩ ॥

পুরী-গোস্বামীর লজ্জা ও ভয় এবং সদৈন্যে প্রভুকে গৃহে প্রত্যানয়ন ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে পুরী গোসাঞি প্রভু-আগে গেলা। অনুনয় করি' প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা ॥ ১৩৪ ॥

পুরীর প্রভুস্তুতি ও স্বস্থানে প্রস্থান ঃ—

"তোমার যে ইচ্ছা কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ?? ১৩৫ ॥

লোকহিত লাগি' তোমার সব ব্যবহার। আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥" ১৩৬ ॥

বিফল মনোরথ হইয়া ভক্তগণের হরিদাস-সমীপে গমন ঃ—

এত বলি' পুরী-গোসাঞি গেলা নিজ-স্থানে। হরিদাস-স্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥ ১৩৭ ॥

স্বরূপ-গোস্বামীর হরিদাসকে আশা ও সান্ত্বনা-দান ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি কহে,—"শুন, হরিদাস। সবে তোমার হিত বাঞ্ছি, করহ বিশ্বাস ॥ ১৩৮ ॥

প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর ॥ ১৩৯ ॥

তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে। স্নান-ভোজন কৈলে, আপনে ক্রোধ যাবে ॥" ১৪০ ॥

এত বলি' তারে স্নান-ভোজন করাঞা। আপন ভবন আইলা তারে আশ্বাসিয়া ॥ ১৪১ ॥

দূরে থাকিয়া হরিদাসের প্রভু-দর্শন ঃ—

প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে। দূরে রহি' হরিদাস করেন দর্শনে ॥ ১৪২ ॥

ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মবর্ম্ম প্রভুর পরম কারুণ্য ঃ—

মহাপ্রভু—কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে? নিজ-ভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম্ম বুঝাইতে ॥ ১৪৩ ॥

ছোট হরিদাসের দণ্ডদর্শনে সাধকগণের পুরুষ বা ভোক্তৃ-অভিমানে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে ভোগময়-নেত্রে ভোগ্য-স্ত্রী-দর্শন-ত্যাগ ঃ—

দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে। স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥ ১৪৪ ॥

এক বৎসর পরেও প্রভুর অটল নৈরপেক্ষ্য ঃ—

এইমতে হরিদাসের একবৎসর গেল। তবু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল ॥ ১৪৫ ॥

তদ্দর্শনে ছোট-হরিদাসের প্রভুসেবা-প্রাপ্তি-সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ ঃ—

রাত্রি-শেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা। প্রয়াগেতে গেল কারেহ কিছু না বলিয়া ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুপাদ-প্রাপ্তি লাগি' সঙ্কল্প করিল। ত্রিবেণী প্রবেশ করি' প্রাণ ছাড়িল ॥ ১৪৭ ॥

ছোট হরিদাসের দিব্যদেহে অলক্ষ্যে প্রভুসমীপে কীর্ত্তন-গান-সেবা ঃ—

সেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্যদেহে আইলা। প্রভুকৃপা লঞা অন্তর্দ্ধানে রহিলা ॥ ১৪৮ ॥

গন্ধর্ব্বদেহে গান করেন অন্তর্দ্ধানে। রাত্র্যে প্রভুরে শুনায়, অন্য নাহি জানে ॥ ১৪৯ ॥

অনুভাষ্য

১৩৯। হঠ—বলাৎকার, জিদ।

১৪৩। যদিও কপটতাপূর্ব্বক অবৈধ স্ত্রীসঙ্গও পাপের অন্যতম মাত্র, তথাপি বৈষ্ণবের ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত পরমোচ্চ আসন বুঝাইবার জন্য এবং ভাবিকালের বিদ্ধ প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি উপধর্ম্ম-অপধর্ম্ম-যাজী নারকিগণের ব্যবহার যে নিতান্ত অধর্ম্ম-ভিত্তিতে গঠিত ও শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র,—তাহা বুঝাইবার জন্য নিজভক্তসজ্জ হরিদাসকে দণ্ড প্রদান করিলেন। শ্রীমাধবীদেবী—উচ্চাধিকারিণী মহাভাগবত ; তাঁহার নিকট তণ্ডুল-ভিক্ষা গ্রহণ হরিদাসের ন্যায় প্রভুপার্ষদের অবৈধ কার্য্য না হইলেও ভবিষ্যতে ঐ প্রকার উদাহরণ বা আদর্শ প্রদর্শন করিয়া অনেকে শাঠ্য বা কাপট্য বিস্তারপূর্ব্বক কলি-জনোচিত অবৈষ্ণব-মত প্রচার করিতে পারে—তাহার নিবারণ-কল্পে জগদ্গুরু লোকশিক্ষক ভগবানের এই হরিদাস-সম্বন্ধিনী দণ্ডলীলা। শ্রীগৌরসুন্দর অসামান্য দয়ার সাগর হইয়াও কলি-জীবের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াই এরূপ সঙ্গত্যাগরূপ সুকঠোর দণ্ড বিধান করিয়া অমন্দোদয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

১৪৪। স্ত্রী-সম্ভাষণ—ভোক্তা বা পুরুষ-অভিমানে স্বীয় ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-জ্ঞানে যোষিৎসহ বিষয়ীর যে আলাপ, তাহা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৪। ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে—ভেকধারী (সাধক) ভক্তগণের এরূপ ভয় উপস্থিত হইল যে, আর তাঁহারা কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেন না।

একদিন ভক্তগণ-সমীপে প্রভুর হরিদাসের বার্ত্তা-জিজ্ঞাসা ঃ—

একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে ।
"হরিদাস কাঁহা ? তারে আনহ এখানে ॥" ১৫০ ॥

সকলের হরিদাস-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

সবে কহে,—"হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে ।
রাত্রে উঠি' কাঁহা গেলা, কেহ নাহি জানে ॥" ১৫১ ॥

প্রভুর হাস্য, তদ্দর্শনে ভক্তগণের বিস্ময় ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা ।
সব ভক্তগণ-মনে বিস্ময় জন্মিলা ॥ ১৫২ ॥

একদিন সমুদ্র-স্নানকালে স্বরূপ ও গোবিন্দাদি-ভক্তের অলক্ষ্যে হরিদাসের গানশ্রবণ ঃ—

একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ ।
কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর, মুকুন্দ ॥ ১৫৩ ॥
সমুদ্রস্নানে গেলা সবে, শুনে কথো দূরে ।
হরিদাস গায়েন, যেন ডাকি' কণ্ঠস্বরে ॥ ১৫৪ ॥
মনুষ্য না দেখে—মধুর গীতমাত্র শুনে ।
গোবিন্দাদি সবে মেলি' কৈল অনুমানে ॥ ১৫৫ ॥

স্বরূপ ব্যতীত গোবিন্দাদি-ভক্তের অনুমান—হরিদাসের আত্মহত্যা-ফলে ব্রহ্মরাক্ষসত্ব-লাভ ঃ—

"বিষাদি খাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল ।
সেই পাপে জানি 'ব্রহ্মরাক্ষস' হৈল ॥ ১৫৬ ॥
আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান ।"
স্বরূপ কহেন,—"এই মিথ্যা অনুমান ॥ ১৫৭ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ছোট হরিদাসের গুণ ও সদ্‌গতির প্রশংসা ঃ—

আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন ।
প্রভু-কৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রের মরণ ॥ ১৫৮ ॥
দুর্গতি না হয় তার, সদ্‌গতি সে হয় ।
প্রভু-ভঙ্গী এই, পাছে জানিবা নিশ্চয় ॥" ১৫৯ ॥

প্রয়াগ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগত জনৈক বৈষ্ণবের মুখে শ্রীবাসাদির হরিদাসের দেহত্যাগ-শ্রবণ ঃ—

প্রয়াগ হইতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইল ।
হরিদাসের বার্ত্তা তেঁহো সবারে কহিল ॥ ১৬০ ॥
যৈছে সঙ্কল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ।
শুনি' শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় হইল ॥ ১৬১ ॥

পরবর্ত্তি-বর্ষে গৌড়ীয়ভক্তগণের পুরীতে আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা ।
প্রভুরে মিলিলা আসি' আনন্দিত হঞা ॥ ১৬২ ॥

ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে প্রভুসমীপে শ্রীবাসের জিজ্ঞাসা ও প্রভুর উত্তর ঃ—

"হরিদাস কাঁহা ?" যদি শ্রীবাস পুছিলা ।
"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"—প্রভু উত্তর দিলা ॥ ১৬৩ ॥

শ্রীবাসকর্ত্তৃক ছোট-হরিদাসের দেহত্যাগ-বৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল ।
যৈছে সঙ্কল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ॥ ১৬৪ ॥

সদ্ধর্ম্মগোপ্তা জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর বিধি-ব্যবস্থা-বিধান ঃ—

শুনি' প্রভু হাসি' কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত ।
"প্রকৃতি-দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥" ১৬৫ ॥

ত্রিবেণী প্রভৃতি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগের ফল ঃ—

স্বরূপাদি মিলি' তবে বিচার করিলা ।
ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাস প্রভুপাশ আইলা ॥ ১৬৬ ॥

ভক্তের হৃৎকর্ণরসায়ন প্রভুলীলা ঃ—

এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ।
যাহা শুনি' ভক্তগণের যুড়ায় কর্ণ-মন ॥ ১৬৭ ॥

ছোট হরিদাসের দণ্ডপ্রদান-লীলায় শিক্ষণীয় বিষয় ঃ—

আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ ।
স্বভক্তের গাঢ়-অনুরাগ-প্রকটীকরণ ॥ ১৬৮ ॥
তীর্থের মহিমা, নিজ-ভক্তে আত্মসাৎ ।
এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত ॥ ১৬৯ ॥

অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়প্রযত্ন বুদ্ধিমান্ নিষ্কপট কৃষ্ণ-ভজনেচ্ছুরই পরমগভীর কৃষ্ণচৈতন্য-লীলামর্ম্মানুভবে অধিকার ঃ—

মধুর চৈতন্যলীলা—সমুদ্র-গম্ভীর ।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই 'ভক্ত' 'ধীর' ॥ ১৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৩। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"—পুরুষ স্বীয় (স্ব-কৃত) কর্ম্মের ফলভোগ করেন।

১৬৫। ভেকধারী সাধকবৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্‌জন্মে নির্দ্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৬৮-১৬৯। প্রভুকর্ত্তৃক ছোট হরিদাসকে দণ্ডপ্রদান-লীলা-দ্বারা শুদ্ধ গৌরকৃষ্ণভজনেচ্ছু সাধক মহাপ্রভুর নিম্নলিখিত শিক্ষা লক্ষ্য করিবেন—

১। ভগবান্ গৌরসুন্দর জীবের প্রতি পরমকারুণিক হইয়া নিজপার্ষদভক্ত ছোট-হরিদাসকেও প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করিলেন। যদি প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে অবৈধভাব প্রশ্রয়

তর্কপন্থা ত্যাগপূর্ব্বক শ্রৌতপথাশ্রয়ে সকলকে অপ্রাকৃত চৈতন্যলীলা-শ্রবণার্থ গ্রন্থকারের অনুরোধ ঃ—

বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত ।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥ ১৭১ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপ-শিক্ষা-নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

পাইয়া কলিকালের দুর্ব্বল জীব প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি জড়ীয় অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' জ্ঞান করিয়া নরকে পচিতে থাকিত, তাহাতে প্রভুর করুণার পরিচয় হইত না।

২। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্য্যের আসন ও আচারকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই দণ্ডপ্রদানোপলক্ষে প্রভু তাহা সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিলেন।

৩। শুদ্ধ, সরল ও নিষ্পাপজীবন হইয়া ভগবদ্ভক্তের যেরূপ গৌরকৈঙ্কর্য্য করা কর্ত্তব্য, মহাপ্রভু জীবকে সেইরূপ কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগ-ত্যাগরূপ 'বৈরাগ্য' শিক্ষা দিলেন।

৪। প্রভুর নিজভক্তগণের সুনির্ম্মল চরিত্র যে কত উচ্চ ও লোভনীয় আদর্শস্থল এবং (শুদ্ধ) সদ্ভক্তগণকে তিনি যে কিরূপ নিজজন-জ্ঞানে গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণেতর-বিষয়ানুরাগের ছায়াতে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রভু প্রদর্শন করিলেন।

৫। হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডবিধানরূপ অমন্দোদয়া দয়া এবং প্রভুর প্রতি হরিদাসের সেবাবুদ্ধি বা গাঢ় অনুরাগ কত অধিক পরিমাণে ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার সামান্য ত্রুটীও প্রভু সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে বাঞ্ছা করিলে শুদ্ধভজনেচ্ছু ভক্তগণ সকলপ্রকার ঐহিক-ইন্দ্রিয়-সুখলালসা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন, নতুবা শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না।

৬। কেহ প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগ করিলে, অপরাধাদি মার্জ্জিত ও মুক্ত হইয়া তাহার সুকৃতি ও সদ্গতি লাভ হয়।

৭। লোকশিক্ষার জন্য নিজভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করায় পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণরূপ সেবা স্বীকার করিয়া প্রভু নিজভক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—পুরুষোত্তমে কোন সুন্দরী ব্রাহ্মণ-যুবতীর একটী অতি সুন্দর পুত্র ছিল। তাহাকে প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকট আসিতে দেখিয়া দামোদর পণ্ডিত কহিলেন,—'বালককে আদর করিলে লোকে আপনার চরিত্রে সন্দেহ করিবে।' এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু একদিন দামোদরকে শ্রীনবদ্বীপে স্বীয় জননীর তত্ত্বাবধান-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং কহিলেন,—'আমি মাতার নিকট মধ্যে মধ্যে গিয়া ভোজন করি,—এই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিও।' দামোদর মহাপ্রসাদাদি লইয়া নবদ্বীপে গেলেন। তদনন্তর একদিন মহাপ্রভু ব্রহ্ম-হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কলিকালে যবনসকল কিরূপে উদ্ধার পাইবে?" হরিদাস তাহাতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিয়া সকলেই যে নামাভাসে উদ্ধার পাইবে—এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। এইস্থলে ঠাকুরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গিয়া কবিরাজ গোস্বামী বেনাপোলের বনে পাষণ্ড ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র-খাঁনের প্রেরিত বেশ্যা যে হরিদাসের কৃপায় উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহার বিবরণ বলিলেন। বৈষ্ণব-অপরাধে এবং পরে নিত্যানন্দ প্রভুর অভিশাপে রামচন্দ্র খাঁনের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বেনাপোল হইতে চাঁদপুরে আসিয়া হরিদাস বলরাম-আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। অতঃপর হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের সভায় নামতত্ত্ব লইয়া হরিদাস ঠাকুর ও গোপাল চক্রবর্ত্তী-নামক আরিন্দা-ব্রাহ্মণের সহিত যে-সকল কথোপকথন হইয়াছিল এবং হরিদাসের প্রতি অপরাধ করায় গোপাল চক্রবর্ত্তী যে 'কুষ্ঠ-রোগরূপ' দণ্ড লাভ করিয়াছিল, তাহা বর্ণিত আছে। হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর হইতে শান্তিপুরে গিয়া আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। তথায় মায়াদেবী ছলনা করিতে আসিয়া হরিদাসের কৃপায় কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)